জিপসী মেয়ে

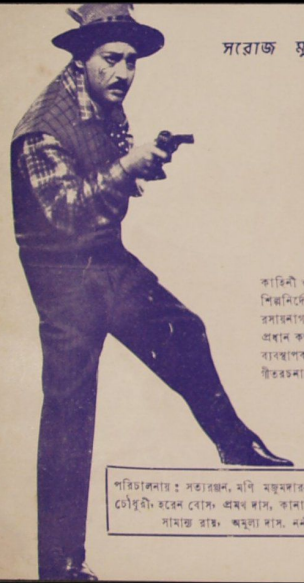

সরোজ মুখার্জ্জীর প্রযোজনায় নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের বাংলা চিত্র !

জিপ্‌সী মেয়ে

চিত্রনাট্য, সম্পাদনা ও পরিচালনা :

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পী : **যতীন দাস** ● শব্দযন্ত্রী : **জে, ডি, ইরাণী**

সঙ্গীতপরিচালনা : **রামচন্দ্র পাল**

কাহিনী ও সংলাপ : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পনির্দেশক : বটু সেন
রসায়নাগারিক : ধীরেন দাশগুপ্ত
প্রধান কর্ম্মসচিব : বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপক : অজিত ভট্টাচার্য
গীতরচনায় : চারু মুখার্জ্জী
শ্যামল গুপ্ত
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

নৃত্যপরিকল্পনা : পিটার গোমেজ
রূপসজ্জাকর : শৈলেন গাঙ্গুলী
সাজসজ্জাকর : কার্ত্তিক চন্দ্র সাহা
আলোক নিয়ন্ত্রণ : অনিল দত্ত
মদন সেন
তারাপদ মান্না
অজিত মোহান্ত
স্থিরচিত্রশিল্প : শীল ফটো সার্ভিস

সহকারীগণ

পরিচালনায় : সত্যরঞ্জন, মণি মজুমদার, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পি. কে. সিংহ। সম্পাদনায় : হরনাথ চক্রবর্ত্তী। চিত্রশিল্পে : বিমল চৌধুরী, হরেন বোস, প্রমথ দাস, কানাই গুপ্ত। শব্দযন্ত্রে : সন্তু বোস। সঙ্গীতপরিচালনায় : সতীনাথ মুখার্জ্জী। রসায়নাগারে : শম্ভু সাহা, সামান্ত রায়, অমূল্য দাস, ননী চ্যাটার্জ্জী। রূপসজ্জায় : দুলাল দাস, অনাথ মুখার্জ্জী। যন্ত্রী-সংঘ : এইচ. এম. ভী. অর্কেষ্ট্রা।

জিপ্‌সী ●
মেয়ে ●

—: প্রধান চরিত্রে :—

রমলা, স্মৃতিরেখা, ছায়াদেবী, পরেশ ব্যানার্জি, জহর, গুরুদাস
এবং নবাগতা **সীমাদেবী**

—অন্যান্য ভূমিকায়—

ফণী রায়, হরিধন, কৃষ্ণ গরাই, সুনীল ঘোষ, রতি নেহেরু, শীলা নেহেরু, মিস্ বেলগার্ড, মিস্ কীটি, রুবি, দীপ্তেন, রতন, প্রফুল্ল মুখার্জ্জী, সুরেশ সরকার, মানিকলাল দে প্রভৃতি।

●

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে রীভ স্ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।
—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—
কে. কে. মালাকার এণ্ড ব্রাদার্স।

একমাত্র পরিবেশক :
কনক ডিষ্ট্রিবিউটার্স
৬৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

এই চিত্রের গানগুলির
স্বরলিপি
বিক্রয় হইতেছে।

জিপ্‌সী মেয়ে (গল্পাংশ)

"অমন ছেলে থাকার চেয়ে না থাকা ভালো। আমি তখনই তোমায় বার বার বলেছিলাম, ওঁদের কথা দিওনা, দিওনা। কিন্তু সবুর সইলো না তোমার। বড় সুখী হতে চেয়েছিলে ছেলের বিয়ে দিয়ে"—

"কোন্ মা না চায় বল্‌তে পারো ?⋯:⋯⋯⋯⋯⋯

ছেলে চোখের ওপর দিনের পর দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই দেখে কোন্ মা তাকে শোধ্‌রাবার না চেষ্টা ক'রে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে বল তো ?"

কিন্তু হাত-পা শেষ পর্য্যন্ত গুটিয়ে বসে থাকতেই হল শিবশঙ্কর বাবু আর তার স্ত্রীর। আশীর্ব্বাদের দিন একমাত্র ছেলে মাতাল আর উচ্ছৃঙ্খল অজয় বাড়ী ফিরে এলোনা। এলো তার পছন্দ করা স্ত্রী বুলবুলকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে। শিবশঙ্করবাবু জিজ্ঞেস করলেন ; "তা এখানে নিয়ে এলে কেন ?"

অজয়—"বাবা, আমি কি আপনার কেউ নই ?"

শিবশঙ্কর—"সেটা তুমি কালই আমায় জানিয়ে দিয়েছো যে তুমি আমার কেউ নও। তুমি আজ থেকে আমার ত্যাজ্যপুত্র। তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্বন্ধ থাকতে পারে না।"

আশ্রয়হীন, চিত্তহীন অজয়কে, বুলবুল পথে বেরিয়ে বলে ; "বাবুজী ! তুই বড় ভুল কর্‌লি !"

অজয়—"শোনো বুলবুল। ভুল আমি করিনি। আমি যে-কথা বলে তোমাকে তোমার বাবার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছি—তুমি দেখো আমি সে-প্রতীজ্ঞা রাখবো। আমি তোমাকে সুখী কোর্‌বো—তোমাকে আমি রাণী করে রাখবো।" দারিদ্রের রৌদ্ররুক্ষ পথ অতিক্রম করে চলে ধুলিমলিন পদচিহ্ন ছুটি মানুষের—অজয় আর বুলবুল ; বুলবুল আর অজয়। অদৃষ্টের তাড়নায় অজয় হয় খুনী, জেলে যায় সে। ভাগ্যের কৌতুকে বুলবুল হয় মা।

বোন পাপিয়া বলে : "বহিন্ কান্দিস না—তোর ছেলে সে আমারও ছেলে। আমি নাচ্‌বো—গাইবো—আর আন্‌বো টাকা। আমার ছেলে হবে রাজা, আমি হবো রাজার মা।"

ওদিকে অজয় সেন জেল ভেঙ্গে পালায়—তারও চেয়ে দ্রুত অগ্রসর হয় গল্প নিয়তি নির্দেশিত গতিপথে। কোন্ পরিণতিতে গিয়ে সমাপ্তির ছেদ পড়ে ?

সে পরিণতি ভয়াবহ—না স্বপ্ন-সফলের ?

সঙ্গীতাংশ

(১)

বুলবুল বাবুজি.....
বাবু গান শুনে যাও
প্রাণ-পেয়ালা বাবু তোমার সুধায় ভরে যাও।
মন-পাপিয়া বলে আমার
পিউ কাঁহারে
রং-এর রাগে আজকে জাগে
মধু-মায়ারে
রূপ-নদীতে জোয়ার এলো
প্রেমের তরী বাও।
পাপিয়া – লাখো বিজ্‌লী রোশ্‌নী জ্বালে
আঁখির ফাঁকেতে
উথ্‌লে ওঠে যৌবন মোর
তনুর বাঁকেতে,
বুলবুল—বন্ধু বলে আদর করে কাছে ডেকে গো
পাপিয়া – সোহাগ-ভরে হাতের পরে হাতটি রেখো গো
বুলবুল—গোপন রাখা যত আশায় চোখ ইসারা দাও।

—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

পাপিয়া—ঐ প্রীতম্ এলো
তোর প্রেমের মায়ায়
বুলবুল– কোন্ খুসীর বানে সে যে ঝিলিক হানে
মন গোলাপ রাঙায়
পাপিয়া—তোর বেণীর বাসে তাই বাহার আসে
বুলবুল– মিঠে আঙুর যেন তার মনের কথা
যতো বলবে আমায়
পাপিয়া– যদি লাগেই ভালো, তুই চল্‌রে তবে
তারি পথের ছায়ায়।

—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

অজয়— এমনি মধুর পূর্ণিমা রাত
বুলবুল—লা লা লা.........
অজয়— জীবনে এসেছে আগে
বুলবুল—লা লা লা.........
অজয়— তবু কেন এতো ভাল লাগে
বুলবুল—লা লা লা.........
অজয়—তবু কেন এতো ভালো লাগে
আজ আকাশের চাঁদের আলো
বন্ধু তোমায় মনে পড়ে হায়
তুমি আছো কেমন, ভালো ?
বুলবুল—কেন গো শুধাও সে কথা আর
সাজন বিনা এ রজনী ভার
ফুটলো তোমার রং-এর গোলাপ
আমার প্রাণের বাগে,
তবু কেন এতো ভাল লাগে।
অজয়— মোর হৃদয়ের কাঁপনে তোমার
দোলাবো কাণের দুল
বুলবুল – দিল্ আঙিনায় গাইবে তোমার
মোর প্রেম-বুলবুল
আসমানে আজ লাগলো যে রং
নয়নে তাইতো জাগে।

—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪)

পাপিয়া : ঐ প্রীতম এলো তোর প্রেমের মায়ায়
ও যে রঙীন পাখী, তারে শিকল বাঁধি
রাখ প্রাণের খাঁচায়
বুলবুল : তোর ভরতে মানা,
ওর নাই যে ডানা,
সেধে বাঁধন যাচে ওযে পোষা তিতির
বনে ফিরতে না চায়।
পাপিয়া : তবু পালিয়ে নেরে তোর চোখের ছোরা
যদি গজায় পাখা ফেরে পরাণ-চোরা
বুলবুল : প্রেম আসল হলে,
সে কি যায়রে চলে,
যবে বাতাস আসে শুধু হারায় ধূলি
কভু পথ কি হারায় ??

—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

হাজার তারা আসমানে ঐ জ্বালে প্রেম-দিওয়ালী
ফুলকলিয়ার নিদ ভুলায়ে হাওয়া যে দেয় তালি
এই চাঁদ্‌নী রাতে কোয়েলিয়া গায়
তুমি কোথায় আর আমি কোথায় ॥
ঝুমুর ঝুমুর ঝরণা নাচে নীল পাহাড়ের কোলে
পিয়াল বনে ঝিলমিলিয়ে চাঁদের হাসি দোলে
তবু মানেনা পিয়া আজ নিরালায়
তুমি কোথায় আর আমি কোথায় ॥
দীন দুনিয়ার ঐ মালিকের নাম নিয়ে আজ তবে
বলো প্রীতম হ'য়ে তুমি আমার সারা জনম রবে ॥
তবে নাও ভাসাবো প্রেম দরিয়ায়
তুমি কোথায় আর আমি কোথায়।

—শ্যামল গুপ্ত

(৬)

কে জাগে কে জাগে কে জাগে রে
রূপকহানীর রাতে (হায়)।
জাগে রাজকুমারী
এক রাজকুমারের সাথে (হায়) ॥
আজ ইরাণী হাওয়া এসে মনগুলাবের বাস ভরে
দুটি মিলন বাতিরে তাই প্রেম দুনিয়ার এই ঘরে
কে-জ্বালে কে জ্বালে কে জ্বালে রে
রূপকহানীর রাতে (হায়)
জ্বালে রাজকুমারী
এক রাজকুমারের সাথে (হায়) ॥
ফুলপরীদের জলসাতে ঐ কোন খুসিতে গায় পাখী
সুর সোহাগে মাতলো রে তাই সুসমা আঁকা কোন আঁখি
কে জানে কে জানে কে জানে রে
রূপকহানীর রাতে (হায়)।
জানে রাজকুমারী
এক রাজকুমারের সাথে (হায়) ॥

—শ্যামল গুপ্ত

(৭)

ও বাবুজী তোমায় সেলাম
আগে তুমি জিনিষ দেখে
পিছে দিও দাম।
মিছেই বাজার ঘোরা
পাবেনা এর জোড়া
সবাইকে ক'রে খুসি
এদের এত নাম।
চোখের ঝিলিক নিয়ে
মনের পালিশ নিয়ে
হাতের ছোঁয়া আমার
কাটে দুধার দিয়ে।
নকল মানুষ যারা
নকল খোঁজে তারা
আসলেরই খোঁজে আমি
এই সহরে এলাম ॥

—শ্যামল গুপ্ত

(৮)

আমি আজ বাংলার বুলবুল
নাচি গাই ঘুরে বেড়াই খুশীতে মশগুল
সুরে সুরে নাচে গানে
রং লাগিয়ে সবার প্রাণে
শুধু কিছু ভিখ্‌ মাঙি হায়
দুলিয়ে দোদুল দুল
খুশী মনে তাইতো আমি
স্বপন দেখি আজ
আমি হবো রাণীমা আর
ছেলে মহারাজ
সাতমহলা হবে বাড়ী
থাকবে কত হাওয়া-গাড়ী
মোর বাগিচায় উঠবে ফুটে
কত রং-এর ফুল
ডাক্‌বে সেদিন সবাই মোরে
রাণীমা গো বলে
আমি শুধু আড়নয়নে
চেয়ে যাবো চলে
খোসামোদী করবে কত
দাসীবাঁদী শতশত
কত জনে ডাকবে আমায়
হয়ে গো বেভুল।

—চারু মুখার্জি

(৯)

দূরবিদেশের ভাবনা নিয়ে মন যে কেমন করে
আঁখিজলের আর্শিতে হায় তোমার ছায়া পড়ে
সেই গীত শুনাতে প্রেম জাগে হায়
তুমি কোথায় আর আমি কোথায় ॥
তবু তোমার দান যে আমার জীবন আছে জুড়ে
আশার বাতি রইলো জ্বালা তাইতো প্রাণের সুরে
বলো মিল্‌বে কবে কোন্ ঠিকানায়
তুমি কোথায় আর আমি কোথায় ॥
বাকী জীবন মালিক যেন তোমায় ভালো রাখে
তোমার দুখের বোঝাটুকু দেয় যেন আমাকে
আর চাইনা কিছু এই দুনিয়ায়
তুমি কোথায় আর আমি কোথায় ॥

—শ্যামল গুপ্ত

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক ৬৮নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কনক ডিষ্ট্রীবিউটার্সের পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং রাইজিং আর্ট কটেজ ১০৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে কমল দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।